গাংনীতে আবারও ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে বোমা, কাফড়ের কাপড় ও সাবান উদ্ধার

আবারও ব্যবসায়ীর বাড়িতে হাতবোমা, কাফনের কাপড়, সাবান ও আগরবাতি রেখে গেছে দূর্বৃত্তরা। আজ মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে গাংনী উপজেলার কড়ইগাছি গ্রামের ব্যবসায়ী সুমন আলীর বাড়ির হেসেল ঘরের সামনে থেকে এগুলো উদ্ধার করে পুলিশ।

এনিয়ে গত এক মাসে গাংনী উপজেলার পৃথক তিনটি স্থানে হাতবোমা, কাফনের কাপড় ও চিরকুট রেখে গেছে।

গাংনী উপজেলার এলাঙ্গী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) রেজাউল হক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, বাড়ির মালিকের ফোন কল পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে এগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। এতে লাল কসটেপ মোড়ানো দুটি হাতবোমা, এক টুকরো কাফনের কাপড়, দুটি শাবান ও আগরবাতি উদ্ধার করা হয়। গৃহকর্তা সুমনের বাড়ির হেসেল ঘরের চুলার পাশে এগুলো রেখেছিল দূবৃর্ত্তরা। বোমা দুটি উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে রাখা হয়েছে।

গৃহকর্তা সুমন আলী জানান, সকালের আমার স্ত্রী রান্না করতে গিয়ে এগুলো দেখে জোরে চিৎকার দিয়ে ওঠে। পরে এলাঙ্গী পুলিশ ক্যাম্পে খবর দিলে পুলিশ এসে এগুলো উদ্ধার করেন। তিনি বলেন, আমাকে ভয়ভীতি দেখানোর জন্য বা কাউকে ফাঁসানোর জন্য হয়তো দূর্বৃত্তরা একাজ করেছে।

সুমন আলী আরও জানান, কয়েকদিন আগে গ্রামের মামা সম্পর্কের ইকবার আলী, মিয়াজান আলী আমাকে গ্রাম থেকে ৫/৬ মাসের মত চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তার আগে ৬ আগষ্ট কড়ইগাছি বাজারে আমার জুদ সেন্ডেল ও কাপড়ের দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দীন বলেন, লাল কসটেপ মোড়ানো দুটি হাত বোমা, এক টুকরো কাফনের কাপড়, দুইটি সাবান, আগরবাতি উদ্ধার করা হয়েছে। কাউকে ফাঁসানোর জন্য নাকি হুমকী

দেওয়ার জন্য এগুলো রেখে গেছে পুলিশ তদন্ত করছে। এঘটনায় মামলা হবে।

গাংনীতে যাত্রী ছাউনি ও তৎসংলগ্ন দোকান অপসারণে সরেজমিনে তদন্ত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরের বাসস্ট্যান্ডে জেলা পরিষদের মালিকানাধীন যাত্রী ছাউনি ও তৎসংলগ্ন (মেসার্স আব্দুল মালেক ফল ভান্ডার) দোকান ঘর অপসারণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত করেছে জেলা প্রশাসক গঠিত ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সদস্যরা।

আজ সোমবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে গাংনী বাসস্ট্যান্ডে এসবি কাউন্টারের সামনে স্থানীয়দের সাথে কথা বলেন তদন্তকারী দলের সদস্যরা। এসময় সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় জড়ে হয় ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। তদন্ত কমিটির কাছে জনগনের চাওয়া ও দাবীকে গুরুত্বের সাথে দেখে অপসারণ কাজ দ্রত বাস্তবায়ন চান উপস্থিতিরা।

আলোচনা সভা সঞ্চালনা করেন গাংনী পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা।

গাংনী বাজার দারুচ্ছালাম মসজিদ কমিটির সভাপতি হাজী মোঃ মহসিনের সভাপতিত্বে তদন্ত কমিটির আহবায়ক মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক এবং মেহেরপুর পৌরসভার প্রশাসক মোঃ শামীম হোসেন।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তদন্ত কমিটির প্রধান বলেন, আমি আসার সময় দেখেছি দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গাংনী বাজারের প্রত্যেকটা দোকানদার তাদের দোকান বন্ধ করে এখানে অবস্থান নিয়েছেন। এটাকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং আমার ভালো লেগেছে। সত্যিই আমি অভিভূত হয়েছি। এই যে একতা

এটাকে সকলে মিলে ধরে রাখবেন। একটা ভালো কাজের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে জনগণ সকলে মিলে এক হওয়া এটা অনেক ভালো। জনতার যে দাবি সকলে একত্রিত থাকলে সেই দাবি বাস্তবায়িত হয়। দুশ্চিন্তার কোন কিছু নেই। জনগনের দাবীর বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্য তদন্ত প্রতিবেদন দেয়া হবে।

পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলার সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও গাংনী পৌর প্রশাসক প্রীতম সাহা, গাংনী বাজারের এস এম প্লাজার স্বত্বাধিকারী রবিউল ইসলাম, সাংবাদিক তোফায়েল হোসেন, গাংনী বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি মাহবুবুল ইসলাম স্বপন।

পরে তদন্ত কমিটির সদসরা সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

তদন্ত কমিটির সামনে গাংনী বাজারের ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা বাসস্ট্যান্ডে জেলা পরিষদের মালিকানাধীন যাত্রী ছাউনি ও সংলগ্ন মেসার্স আব্দুল মালেক ফল ভাণ্ডার অপসারণের জোর দাবী জানান।

তদন্ত কমিটিতে মেহেরপুরের সড়ক ও জনপদ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদের সহকারি প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, মেহেরপুর- কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে হাটবোয়ালীয়া সড়কের সংযোগ স্থলে যাত্রী ছাউনি ও তৎসংলগ্ন আব্দুল মালেক ফল ভান্ডার অপসারণে দাবীতে গত ২৪/০৯/২০২৪ ইং তারিখে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক,সড়ক ও জানপদ বিভাগ, জেলা পরিষদ, মেহেরপুর জেলায় দায়িত্বরত সেনাবাহিনী বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন স্থানীয়রা। উক্ত স্মারকলিপি অনুযায়ী জনগুরুক্তপুর্ণ বিষয়টি বিবেচনা করে সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটিকে সরেজমিন পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দাখিল করতে নির্দেশনা দেন জেলা প্রশাসক।

গাংনীতে গাঁজাসহ যুবক আটক

২ কেজি গাঁজাসহ লিখন আলী (২২) নামের এক যুবককে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। আজ শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে গাংনী উপজেলার কাথুলি বাজারে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটক লিখন আলী কাথুলি গ্রামের মো: আনসার আলীর ছেলে।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দীন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যে একজন মাদক ব্যবসায়ী কাথুলি বাজারে অবস্থান করছেন এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সঞ্জীব কুমার পালের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালান। কাথুলি বাজারের জনৈক খেজমত আলীর মিষ্টির দোকানের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। এসময় তার ব্যাগের মধ্যে থেকে দুটি প্যাকেটজাত গাঁজার পুটলা উদ্ধার করা হয়।

গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দিয়ে আগামীকাল শনিবার (১৯ অক্টোবর) সকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

গাংনীতে জামায়াতের বাছাইকৃত কর্মীদের নিয়ে দিনব্যাপি শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

গাংনীতে পৌর জামায়াতের উদ্যোগে বাছাইকৃত কর্মীদের নিয়ে দিনব্যাপি শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) চৌগাছা দারুল এয়াতিম হলরুমে এই শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী পৌর জামায়াতের আমির মাওলানা আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষা শিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ

জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মোঃ ইকবাল হুসাইন, নায়েবে আমির মোঃ মাহবুবুর রহমান, মেহেরপুর সদর আমির মাহমুদ সোহেল রানা, জেলা মসজিদ মিশনের সভাপতি মাওলানা আব্দুল মজিদ, গাংনী পৌর জামায়াতের সেক্রেটারি মোঃ আহসানুল হক ও সহকারী সেক্রেটারি ওয়েস কুরুনী জামিল।

গাংনী পৌর জামায়াতের বাছাইকৃত কর্মীরা দিন ব্যাপি শিক্ষা শিবিরে অংশ নেন। গতকাল শুক্রবার সকাল ৬ টা থেকে শুরু হয়ে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত এই শিক্ষা শিবির চলে।

“তারেক রহমানের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও বিচারপতি মোতাহার হোসেনকে ফিরিয়ে আানার দাবি”

তারেক রহমানের নামে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, বিচারপতি মোতাহার হোসেনকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে বিচারপতির আসনে বসানো, খুনি হাসিনার বিচার দাবি ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে গাংনীতে বিরাট গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে আজ বুধবার (১৬ অক্টোবর) বিকালে গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের পিরতলা সরকারি বিদ্যালয় মাঠে এই গণ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

কাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান মোল্লার সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত গণ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়নের সাবেক

প্রত্যাহার হয়ে গেছে। অথচ, এখনো বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের দায়ের করা মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমুলক সব মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি। আমরা দাবি জানাচ্ছি অতিবিলম্বে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে দেশে ফিরে আসার সুযোগ করে দেওয়া হোক। এছাড়া তারেক রহমানের নামের মিথ্যা মামলার রায়ে সাজা দিতে না চাওয়া সেই সৎ ও যোগ্য বিচারপতি মোতাহার হোসেনকে দেশে ফিরিয়ে এনে তাকে যথাযথ সম্মান দিয়ে তার পদ ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

তিনি বলেন, বিএনপি একটি সুশৃঙ্খল। গাংনীর কোথাও কোন চাঁদাবাজি ও নাশকতা হবে না। গণ-সমাবেশের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। পরে সমবেত কন্ঠে গণসঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

স্বৈরাচারী সরকারের হাতে নিহত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত শহীদদের বিদেহী আত্মার ও কাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির প্রয়াত নেতৃবৃন্দের আত্মার মাগফেরাত কামনায় এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। গণ-সমাবেশে এলাকার হাজার হাজার নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে “শহীদ আবু সাঈদ স্টেডিয়াম” স্থাপন

এবার আড়ম্বর পরিবেশে গাংনী উপজেলার খড়মপুর গ্রামে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ আবু সাঈদের নামে প্রতিষ্ঠিত হলো “শহীদ আবু সাঈদ স্টেডিয়াম”।

আজ বুধবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে শহীদ আবু সাঈদ স্টেডিয়াম উদ্বোধন উপলক্ষে গ্রামবাসি আয়োজন করে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল শেষে দুপুরের ভোজ।

ধানখালো ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামানের সভাপতিত্ব উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি স্টেডিয়ামেরও স্টেডিয়ামের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

সাবেক ছাত্রনেতা হাবিবুর রহমান কাজলের সঞ্চালনায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ধানখালো ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ফিরোজ আলী, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, স্থানীয় বিএনপি নেতা ও সমাজসেবক নুরুল ইসলাম মিয়া, খড়মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদুল ইসলাম, ভাটপাড়া (কসবা) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসানুজ্জামান লুডু, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির (ক ইউনিট) এর সভাপতি মোস্তাক হোসেন, বিএনপি নেতা বুলবুল আহমেদ, লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক লাল্টু মিয়া, যুবদল নেতা এনামুল হক, টোকন আলী প্রমুখ। আলোচনার আগে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। পরে স্থানীয় দুটি টিমের মধ্যে ফুটবল, জার্সি বিতরণ ও প্রিতী ম্যাচের আয়োজন করা হয়।

প্রিতী ম্যাচের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, গাংনী উপজেলা যুবদলের সভাপতি চপল হোসেন, স্থানীয় সমাজ সেবক ও বিএনপি নেতা নুরুল ইসলাম।

এসময় বিএনপি নেতা সমাজসেবক নুরুল ইসলাম শহীদ আবু সাঈদ স্টেডিয়ামের প্রাথমিক কার্যক্রমের জন্য নগদ ৫ হাজার টাকা অনুদান দেন ও পরে আরও ১০ হাজার টাকা দেওয়ার ঘোষণা দেন।

উল্লেখ্য, খড়মপুর মাঠের মধ্যে প্রায় দুই একর সরকারি খাঁস জমি স্থানীয় কিছু ব্যক্তি সরকারের কাছ থেকে নামমাত্র লিজ নিয়ে এতদিন দখলে রেখেছিলেন। সাম্প্রতিক সময়ে এলাকার লোকজন জমিটি উদ্ধার করে খেলার মাঠ তৈরীর ঘোষণা দেন। মাঠটিকে সকলের মতামত নিয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রংপুরে পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ আবু সাঈদের নামে এই মাঠটির নামকরন করা হয়।

গাংনীতে জোড়া খুন; তিন জনকে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

“ভাবি ও বোনকে হত্যার দায়ে ভাইয়ের ফাঁসি দাবি করলেন ঘাতকের বোন”

গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জাকিউল ইলমার হত্যাকারী ওহিদুলের দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (১৪ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্তরে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি গাংনী উপজেলা শাখা।

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উপজেলা শাখার সভাপতি পলাশীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আক্তারুজ্জামান বকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান বকুল।

বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নির্বাহী সভাপতি ও এবাদৎখানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাওছার আলী, ধানখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকবুল হোসেন, নওদাহোগলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রহিদুল ইসলাম, খড়মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদুল ইসলাম, নিহত শিক্ষক জাকিউল ইসলামার মামা ফেরদৌস আহম্মেদ, ঘাতক ওহিদের বড় বোন বুলবুলি খাতুন, নিহত ইলমার ছোট ভাই ত্বোহা, বড়বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হাসানুজ্জামান হাসান, সহড়াতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আবু হেনা মোস্তফা কামাল, গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও নিহত ইলমার সহকর্মী মুক্তা খাতুন, হাড়িয়াদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক লাবনী আক্তার প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ঘাতক মহিবুল ইসলাম ওহিদের দ্রুত বিচার

ও সর্ব্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানান।

ঘাতক মহিবুল ইসলাম ওহিদের বোন তার অপর বোন ও ভাবিকে হত্যার দায়ে আপন ভাই মহিবুল ইসলাম ওহিদের ফাঁশি দাবি করেন। শিক্ষকদের আয়োজন মানববন্ধনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এদাবি করেন। তিনি বলেন, ঘাতক আমার ছোট ভাই। আমি তারপরও তার সর্ব্বোচ্চ শাস্তি দাবি করছি।

নিহত ইলমা গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।

উল্লেখ্য, গত শনিবার (১২ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১ টার সময় পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগাভাগি ও পুকুরে মাছ ছাড়ার প্রস্তুতিকালে মহিবুল ইসলাম ওহিদ তার বোন জোছনা খাতুন, মেঝো ভাই জাহিদ হোসেন, তার স্ত্রী জাকিউল ইলমা ও ছোট বোন শামীমা খাতুনকে রামদা দিয়ে এলাপাতাড়ি কোপাতে থাকে। ঘটনাস্থলেই জাকিউল ইলমা ও জোছনা খাতুন নিহত হন। গুরুতর আহত হন ভাই জাহিদ হোসেন ও অপরা বোন শামীমা খাতুন।

ঘাতক মহিবুল ইসলাম ওহিদ সানঘাট গ্রামের দাড়ের পাড়া এলাকার আব্দুল আজিজের ছেলে ও স্থানীয় এসজিও সানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক।

হত্যাকন্ড ঘটিয়ে ঘাতক মহিবুল ইসলাম ওহিদ রক্তমাখা শরীরে মাঠ দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় আমঝুপি এলাকা থেকে ডিবি ও গাংনী থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে আটক হন। বর্তমানে সে পুলিশী প্রহারায় মেহেরপুর ২৫০ শয্য বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

জানা গেছে,, পৈতৃকি সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনদের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ মামলা মোকদ্দমা চলে আসছিলো। আজ সকালে নিহত জোছনা খাতুন অপর বোন শামীমা খাতুন পিতার ১ একর ২৭ শতক জমির পুকুরে মাছ ছাড়তে এসেছিলেন। সকালে সবাই মিলে বাড়িতে মিমাংসায় বসেছিলেন। মিমাংসার এক পর্যায় বোন জোছনা খাতুন, শামীমা খাতুন, মেঝো ভাই জাহিদ ও তার স্ত্রী জাকিউল ইলমা পুকুরে মাছ ছাড়তে যান। এসময় মহিবুল ইসলাম ওহিদ ধারাল রামদা দিয়ে তাদের একের পর এক কোপাতে থাকেন। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন বোন জোছনা খাতুন ও ভাইয়ের স্ত্রী গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক (বরখাস্ত) জাকিউল ইলমা। এসময় গুরুতর আহত হন অপর বোন শামীমা খাতুন ও ভাই জাহিদ হোসেন।

বললে তাদের হত্যা করবে বলে হুমকী দিয়ে আসছিল।

গাংনীতে গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

২ কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩ গাংনী ক্যাম্পোর সদস্যরা।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের মতৃ আজিম বকসের ছেলে ইন্তাজুল ইসলাম (৪৬) ও সাহারবাটী গ্রামের মৃত রুস্তম আলীর ছেলে আনোয়ার হোসেন (৩৭)।

আজ রবিবার (১৩ অক্টোবর) বিকেলে গাংনী পৌর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন র্যাব সদস্যরা।

র্যাব-১২ সিপিসি গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সহকারি পুলিশ সুপার এনামুল হক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, মাদক ব্যবসায়ীরা গাঁজা নিয়ে গাংনী পৌর এলাকার ৬ নং ওয়ার্ডের আরাফ এন্টারপ্রাইজের সামনে অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাবের একটি দল সেখানে অভিযান চালান। সে সময় র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা পালানোর চেষ্টা করেন। এসময় র্যাব সদস্যরা দুই কেজি গাঁজাসহ ইন্তাজুল ইসলাম ও আনোয়ার হোসেনকে আটক করেন।

আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা একটি নিয়মিত মামলা দিয়ে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]